দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 15 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নার্সারী ঃ প্রাসঙ্গিক করণীয়

মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

বর্তমান সরকারের ঢাকা শহর সৌন্দর্য বর্ধনের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন প্রশংসার দাবী রাখে। সবচেয়ে বেশী সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে ঢাকা শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা অফিসসমূহ। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশনায় নেতৃত্ব দিয়ে সফল হয়েছেন, ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সৌন্দর্যবর্ধন কর্মসূচি ছাড়াও তিনি রাজশাহী ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রাথমিক বৃত্তিপরীক্ষার পাশের হার শীর্ষে এনে প্রমাণ করেছেন যে, আন্তরিকতা থাকলে সফলতা অর্জন সম্ভব। বর্তমানে তিনি ঢাকা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এমনিভাবে আন্তরিকতার সাথে পরিবেশের উন্নয়নের জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশকে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আরো ৯ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন। তাই এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের ৭৪০৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমবেশী পতিত জায়গাকে মিনি নার্সারীতে রূপান্তিত করা যায়। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া সম্ভব। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার জন্য বিনামূল্যে চারা সরবরাহ, বৃক্ষরোপণ ও যত্নের ওপর পরীক্ষায় নম্বর বা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বইয়ে বনায়ন সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলে অধিকতর সাফল্য বয়ে আনবে। একমাত্র কৃষির মাধ্যমে আমরা সহজে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারি। কৃষিজাত ও কৃষিশিল্পের মাধ্যমে ব্যাপকসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। শিল্পখাতকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে প্রাকৃতিকভাবে আমাদের যে বৃক্ষ বা কৃষিজ সম্পদ আছে তা পরিকল্পিত উপায়ে সমন্বিতভাবে সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। একদিকে যেমন বিভিন্ন বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের কাজ সহজ হবে, অপরদিকে শৈশব থেকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিবেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একটি বাস্তবমুখী ও জীবনভিত্তিক কর্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠবে। দেশে ব্যাপকভাবে ওষুধি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে দেশের ওষুধের চাহিদা মিটিয়ে, বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। ২০০৪ সালে সরকার উপকূলীয় অঞ্চলে এক কোটি নারিকেল চারা রোপণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলে বিপুল পরিমাণ নারিকেল তেল আমদানি থেকে রেহাই দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। আমাদের জলবায়ু ও মাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পতিত জায়গায় স্বল্পব্যয়ে কম সময়ে ও পরিশ্রমে যেসব বৃক্ষ উৎপাদন করে অধিক লাভবান হওয়া যায়, সেসব বৃক্ষ বা কৃষি সম্পদ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। এসব বৃক্ষের মধ্যে বাঁশ, বেত ও মোতা বা পাটিগাছ উল্লেখযোগ্য।

বাঁশ ঃ পতিত জায়গায় সল্পব্যয়ে ৪/৫ বছর সময়ে আমরা কমযত্নে বাঁশ উৎপাদন করতে পারি। গ্রামাঞ্চলে ঘরের বেড়া, খুঁটি, ঘরের চাল, চাটাই, টুকরি, সাঁকো, মৃত্যুকালে কবরেও বাঁশ প্রয়োজন। সিলেট ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বাঁশগাছের গোড়ার কচিকরপুল তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়া বাঁশ শিল্পের সাহায্যে উডেন লেমিনিটেড ফ্লোর, টাইলসের পরিবর্তে উডেন ওয়াল, উডেন টাইলস, রোফিংসীট, চেউটিন, সৌখিন আসবাবপত্র তৈরী করে বিদেশে রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া সভ্যতার অন্যতম বাহক কাগজ উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ বাঁশ। বাঁশ উৎপাদনের মাধ্যমে কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব।

বেতগাছ ঃ বেতগাছের জন্য সাধারণত আলাদা জায়গার প্রয়োজন হয় না। বড়গাছের ছায়ার নিচে বা পাশে বেতগাছ বড় হতে পারে। আমরা বেতের সৌখিন আসবাবপত্র বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আরও কাঠের ব্যবহার কমাতে পারি।

পাটিগাছ ঃ বিদেশে আমাদের দেশের শীতল পাটির কদর অনেকটা প্রাচীন মসলিন কাপড়ের মত। পর্যাপ্ত পরিমাণে মোতা বা পাটিগাছ উৎপাদন না হওয়ায় বর্তমানে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন প্লাস্টিকের পাটি, মাদুর, চেয়ার টেবিল বাজার ছেয়ে গেছে। এসব কৃত্রিম সামগ্রী পচনশীল নয় বিধায় মাটির উর্বরতা নষ্টসহ নদী, পুকুর, খালবিলের নাব্যতা হারায়। মাটির অনুর্বরতা রোধকল্পে আমরা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকি। এর ফলে ইদানীং মিঠাপানির মাছও বিলুপ্তির পথে, অপরদিকে কৃত্রিম জিনিস ব্যবহার করার ফলে রোগ-ব্যাধি বেড়ে চলছে। আমাদের দেশে পুকুর, খাল, ডোবা, রাস্তার ঢালু পতিত জায়গায় ও বড় বড় গাছের নিচে বা পাশে মোতা বা পাটিগাছ রোপণ করে আমাদের প্রাচীন কুটির শিল্প শীতল পাটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। এ শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থান করে আর্থিক সচ্ছলতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইদানীং লক্ষণীয় যে, বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া ও দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য বাংলাদেশ বাঁশ, বেত ও পাটিশিল্প ফাউন্ডেশন কিছু বই প্রকাশ করেছেন, পিডিপি-২ এর মাধ্যমে উক্ত বইসমূহ বিনামূল্যে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌছে দিলে শিক্ষকরা সহজে নার্সারি তৈরীর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। মিনি নার্সারি গড়ে তোলা হলে বিদ্যালয় এলাকার জনসাধারণ, শিক্ষার্থীসহ সকলে বৃক্ষরোপণের প্রতি আকৃষ্ট হবে। বৃক্ষরোপণের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বর্তমান সরকারের সর্ববৃহৎ প্রকল্প পিডিপি-২, প্রকল্প থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মিনি নার্সারী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেবেন। এ প্রত্যাশা করছি।